20 OCT 2002
8 ... 7

যুগান্তর

শিক্ষকদের অবসর ভাতা

দেশের ১৮ হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি জীবন শেষে অবসর ভাতা পাইবেন। গত বুধবার মন্ত্রিপরিষদের বিশেষ বৈঠকে এতদসংক্রান্ত আইনের চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদিত হইয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া বেসরকারি স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা এই সুবিধা দাবি করিয়া আসিতেছিলেন। বিএনপি তাহার প্রথম পাঁচ বৎসরের শাসনামলেই অবসর ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। সেই লক্ষ্যে দুই দফায় এই খাতে যথাক্রমে ১০ কোটি ও ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমানে ঐ টাকা সুদাসলে ৪০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে বেসরকারি শিক্ষকদের দাবির প্রতি আমল দেওয়া হয় নাই বিধায় উহা স্থবির হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন ২০০২'-এর খসড়া উপস্থাপন করিলে মন্ত্রিপরিষদ উহা অনুমোদন দান করে। অনুমোদিত খসড়া আইনটি জাতীয় সংসদে পাস হইলেই বেসরকারি শিক্ষকরা এই সুবিধা পাইতে শুরু করিবেন।

সমাজের মানুষের নিকট মাস্টার সাহেবের সম্মান ও কদর আছে ঠিকই কিন্তু নাই তাহাদের আর্থিক সঙ্গতি। মানুষ গড়িবার কারিগররা অবোধ শিশুদের অক্ষর চিনাইয়া, শব্দ শিখাইয়া, ছবি আঁকাইতে শিখাইয়া শিক্ষিত পূর্ণাঙ্গ মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলেন। সেই জন্য তাহাদের উদয়াস্ত খাটিতে হয়। কিন্তু যেই পরিশ্রমের মাধ্যমে জ্ঞান দানের কাজটি করিয়া জাতির প্রত্যয় ও সংস্কৃতির বাতাবরণটি নির্মাণ করেন, দূর করেন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকাইয়া থাকা কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, সেই মানুষেরা প্রতিনিয়তই শিকার হইতেছেন অবহেলার, বঞ্চিত হইতেছেন প্রকৃত মর্যাদা হইতে। তৃণমূল পর্যায়ে ঐ শিক্ষক শ্রেণী যদি গ্রামের গরিব নিম্নবিত্ত কিংবা বিত্তহীনদের সন্তানদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে যত্নবান না হইতেন সরকারের একার পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। সমাজের অগ্রসর মানুষের চিন্তা আর ভালবাসায়ই গড়িয়া উঠিয়াছে ঐ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। গ্রামের বিত্তবান ও চিন্তাশীলদের শিক্ষানুরাগের উজ্জ্বল প্রভাব হিসাবে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাজ করিতেছে। সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বর্তমান সরকার যে মানবিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত লইয়াছে তাহাকে অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন জানানো জরুরি। তবে কল্যাণকর ঐ সিদ্ধান্ত তখনই ফলদায়ক হইয়া উঠিবে, যখন অবসর জীবনের প্রারম্ভে শিক্ষক-কর্মচারীগণ ভাতা পাইবেন। সরকার এই বিষয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। ইতিমধ্যে ৪০ কোটি টাকার একটি তহবিল জমিয়াছে। চলতি বৎসর শিক্ষা খাত হইতে যদি আরও কিছু অর্থ বরাদ্দ দিলে, তাহা হইলে আইনগত ভিত্তি পাইবার পর উহা বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য এযাবৎকালের মধ্যে প্রথম আইনানুগ স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হইবে। সরকারের তরফ হইতে তৃণমূলের শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি এই মূল্যায়নের ফলে ঐ সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারাও মর্যাদা লাভ করিবেন। আজও দেশের এমন অনেক এলাকা রহিয়াছে যেইখানে স্কুল-কলেজ গড়িয়া উঠে নাই। এই সকল জায়গায় প্রয়োজন মাফিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সরকারের উদ্যোগ লওয়া জরুরি। এই ক্ষেত্রে এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারে। সকলে মিলিয়া উদ্যোগ লইলে আর্থিক সংকট থাকিবার কথা নয়।